ব্রাউনিয়ার লেটস্ মুভ

কখনো পরিকল্পনা ছিল না ব্রাউনিয়া সংস্কৃতি অঙ্গনে কাজ করবেন। তবে স্বপ্ন ছিল ছেলেবেলা থেকেই মানুষের মতো মানুষ হবার। সাত বছর বয়সে কচি কাঁচার মেলায় শিশুদের জন্য বড় একটি শো উপস্থাপনা করে রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাইর কাছ থেকে প্রশংসা ও উৎসাহ পান। তখন থেকেই নিজের অজান্তে উপস্থাপনার বিষয়টি তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। এরপর স্কুল, কলেজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ২১শে ফেব্রুয়ারি, বসন্ত উৎসব, বাৎসরিক অনুষ্ঠানসহ যেকোনো আয়োজনে অনুষ্ঠান সাজানো, উপস্থাপনা করা, নাটক পরিচালনা করা সবকিছুই তাকে টানতো। সংস্কৃতি অঙ্গনের বাইরে খেলাধুলায়ও ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়াকালীন সময়ে খেলাধুলায় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তার খেলাধুলার বিষয় ছিল বাস্কেটবল হ্যান্ডবল প্রভৃতি। এছাড়া ১৯৯৪ সালে তিনি কলেজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় তার রক্ষণশীল পরিবার বিয়ের জন্য পাত্র দেখা শুরু করে। বাবাকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন বলেই তার ইচ্ছা বিরুদ্ধে কখনো পা বাড়াননি। হবু বরকে সবকিছু খুলে বলার পর তিনি রাজি হন। এর পরের ঘটনা শোনা যাক ফারজানা ব্রাউনিয়ার মুখে- 'হবু বর আমার ইচ্ছার মূল্যায়ন করলেন, যার জন্য বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ের পর প্রতিটি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যা করতে হয়, একটু চাপের মধ্যে থাকতে হয়- এটা আমার ক্ষেত্রেও হলো। পরে অবশ্য সেই বাড়িই আপন হয়ে যাই। এখানে আমার বাড়িতে আমার ভাবি এলেও দু-এক বছর মানসিক চাপে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শ্বশুরবাড়িতে এই করবা না সেই করবা না- এগুলো করতে করতে চলে গেল তিন বছর। তিন বছর পর স্থিতিশীল সময় এল। আমার শ্বশুর অবশ্য আমাকে খুবই পছন্দ করেন। তার কথা, আমার ছেলেমেয়ে ছেলে করতে পারলে বউ কেন করতে পারবে না! আমার শাশুড়ি খুব সাধারণ। উনি প্রথম থেকেই ভয় পেতেন টেলিভিশন সম্পর্কে বদনাম শুনেছেন তাই। এর মধ্যে '৯৯ সালে বিটিভিতে অডিশন দিলাম, হয়েও গেল। অডিশন দেয়ার বিষয়টিও কিন্তু মজার ঘটনা। আমি একটা অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করছিলাম। এমন সময় মমতাজ স্যার আমাকে বললেন, এই মেয়ে এদিকে এস। অসাধারণ হয়েছে, তুমি টিভিতে কাজ করবে? আমি তখন বললাম, অবশ্যই করব। আমি নিউজ পড়তে চাই। তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ডিজি এবং ডিডিজির সঙ্গে। তারা বললেন, তোমার জন্য নিউজ নয়, উপস্থাপনা ভালো হবে।

এরপর বিটিভিতে 'নবাগত' এবং 'সমাহার' উপস্থাপনা শুরু করলাম। সমাহার ম্যাগাজিনটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। ২০০০ সালে গিয়ে দেখলাম বিটিভিতে আমার কাজ হঠাৎ করেই কমে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে বুঝলাম না।

পরে বুঝলাম সরকারি প্যাচগোছের ব্যাপার থাকে তো। আমি আসলে কখনো কম্প্রোমাইজ করতে শিখিনি। এটা কখনো পারবোও না। বিটিভি ছেড়ে দিয়ে একটু আফসোস করেছি। এরপর ভিমবারের বিজ্ঞাপনটি করলাম।

এর মধ্যে একুশে টিভিতে কাজ শুরু করেছি। পরবর্তীতে ২৫টির মতো প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছি। আমি যখন মা হতে চলেছি তখন অনেক দিন কাজ বন্ধ রেখেছিলাম। বেবি হবার পর একটি মার্কেটিং কোম্পানিতে কাজ শুরু করলাম। পাশাপাশি এমবিএ করছি। এর মধ্যে চিন্তা করলাম উপস্থাপনা যেহেতু করি, এটা চর্চা করেও তো মার্কেটিংয়ে ভালো কিছু করা যায়।

এ ভাবনা থেকে '০২-এ বিটিভিতে আবার অডিশন দিলাম এবং টিকে গেলাম। বিটিভিতে ইংরেজি নিউজ পড়া শুরু করলাম। এর মধ্যে চ্যানেল আই থেকে আমাকে ডাকা হলো একটি অনুষ্ঠানের জন্য। বিটিভির কাজ যেকোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ভেবে কাজটি করলাম। এরপর চ্যানেল আই'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফরিদুর রেজা সাগর ভাই দুবাইয়ে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করার কথা বললেন। আমি কাজটি করলাম। '০৪ সালের দুবাই চ্যানেল আই পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ডে উপস্থাপনা করা ছিল আমার কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। এ জন্য আমি সাগর ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। দুবাই থেকে অনুষ্ঠান করে ফেরার পর 'লেটস্ মুভ' নামের অনুষ্ঠানটি করার জন্য আমাকে বলা হয়। আমি লুফে নিলাম। যেহেতু অনুষ্ঠানটি ছিল গতানুগতি ধারার বাইরে। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়মিত উপস্থাপনার পাশাপাশি প্রামাণ্য ছবি বানানোর।'

চ্যানেল আইর নতুন এন্টারটেইনমেন্ট শো 'লেটস্ মুভ' প্রচারিত হচ্ছে প্রতি মাসের শেষ দিন সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে। ফারজানা ব্রাউনিয়ার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করছেন আমীরুল ইসলাম ও ইফতেখার মুনিম। এ অনুষ্ঠানটি ব্রাউনিয়াকে নিয়ে গেছে দর্শকের কাছাকাছি।

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **শিল্পকলা একাডেমী :** ২ জুন বিকালে শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল হলে অনুষ্ঠিত হবে ছায়ানটের নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবে ছায়ানটের শিল্পীরা।

  শিল্পকলা একাডেমী চিত্রশালায় শুরু হয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটোগ্রাফি ক্লাবের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চিত্রপ্রদর্শনী। বাংলাদেশের ১২টি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ৮টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আলোকচিত্রীরা অংশ নিয়েছেন। প্রদর্শনীতে ১০০ আলোকচিত্র শিল্পীর স্থান পেয়েছে দুই শতাধিক সৃষ্টি কর্ম। প্রদর্শনী চলবে ৩ জুন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।
- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** ১ জুন বিকাল ৪টায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে চাঁদের হাটের নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করবে চাঁদের হাটের শিল্পীরা।

  বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত আয়োজনে এ সপ্তাহে যে সব ছবি দেখানো হবে-

তারিখ ও সময়	ছবির নাম	পরিচালক
২ জুন সন্ধ্যা ৬ টা	দ্যা পিয়ানিস্ট	রোম্যান পোল্যানস্কি
৩ জুন সন্ধ্যা ৬ টা	জেড	কোস্টা গ্যাভরাস
৫ জুন সন্ধ্যা ৬ টা	ব্যাটেল অফ আলজিরাস	জিলো পন্টি কর্ভো
৬ জুন সন্ধ্যা ৬ টা	লা ফিমি নিকিতা	লুস বেসন

- **গল্যারি চিত্রক :** ধানমন্ডির গ্যালারি চিত্রকে শুরু হয়েছে শিল্পী খুরশীদ আলম সেলিমের শিল্পকর্ম নিয়ে একক প্রদর্শনীর। 'ইমেজ অব নেচার' শিরোনামের এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রবীণ শিল্পী আমিনুল ইসলাম। শিল্পী তার সৃষ্টি শিল্পকর্মে অ্যাক্রিলিক মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। প্রদর্শনী চলবে ৫ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

সাত দফা নিয়ে আন্দোলনে

সাত দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যাত্রাশিল্পীরা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। দাবি মানা না হলে চলবে লাগাতার আন্দোলন। ১৬ মে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেন। এতে উপস্থিত ছিলেন যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি রমজান আলী মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মিলন কান্তি দে, যুগ্ম সম্পাদক বজলুর রহমান মিলন, সহসভাপতি মাইনুল ইসলাম মানিকসহ বিভিন্ন যাত্রা ইউনিটের মালিক ও শিল্পীবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনে তাদের সাত দফা পাঠ করে শোনান যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি রমজান আলী মিয়া। তাদের দাবিগুলো হচ্ছে- ১৯৯৩ সালের কালো আইন (বেঙ্গল প্রসেস অব পাবলিক এমিউজমেন্ট অ্যাক্ট) বাতিল এবং লাইসেন্সধারী যাত্রাদলের পালা মঞ্চায়নের জন্য পৃথক অনুমতির প্রয়োজন হবে না মন্ত্রিপরিষদের সভায় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ,যাত্রানুষ্ঠান তত্ত্বাবধান, যাত্রাকে স্বরাষ্ট্র থেকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আনা,যাত্রাশিল্পের একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং যাত্রার উন্নয়ন, লালন, নিয়ন্ত্রণ তথা সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন বোর্ড কিংবা যাত্রা একাডেমী প্রতিষ্ঠা,যাত্রাশিল্পে একুশে পদকসহ বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার এবং অনুদান প্রথা চালুসহ অন্যান্য। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এবারের কর্মসূচি হিসেবে থাকবে পত্রিকায় গোলটেবিল বৈঠক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়, দাবি আদায়ের স্লোগান সংবলিত লিফলেট, পোস্টার বিতরণ, স্বরাষ্ট্র ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রভৃতি। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা ব্যর্থ হলে আরো কঠিন কর্মসূচি দিয়ে শুরু হবে লাগাতার আন্দোলন।

লোকঐতিহ্যের স্মারক ‘কমলাসুন্দরী’

মঞ্চে এলো আর একটি নতুন নাটক। নাটকপাড়া পেল আর এক নতুন নাট্যদল নাট্যতীর্থ। একঝাঁক তরুণ ও উদ্যোমী নাট্যকর্মীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নাট্যদলটি প্রথম প্রযোজনায় বুঝিয়ে দিল-শিল্পসত্তা কোনো বয়সের ফ্রেমে বাঁধা থাকে না। এমনকি প্রবীণদের চেয়ে নবীনরা যে বুক ভরা সাহস নিয়ে সামনে দাঁড়াতে পারে তার প্রমাণ রাখল তাদের প্রথম প্রযোজনা ‘কমলাসুন্দরী’ নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান ঐতিহ্য ময়মনসিংহ গীতিকার এক হৃদয়গ্রাহী কাহিনী ‘কমলা’কে বেছে নিয়ে নিঃসন্দেহে সুগভীর ঐতিহ্যপ্রীতি ও সাহসিকতার পরিচয় দেখিয়েছে নাট্যতীর্থ।

নাটকের কাহিনীর আগে একটু পেছনে ফিরে তাকানো দরকার। প্রায় শত বছর আগে পূর্ব ময়মনসিংহের হলিয়ারা নামক গ্রামের দরিদ্র গায়েন চন্দ্রকুমার এই পালাটির মূল সংগ্রাহক। এর কিছু দিন পর পালাকার দ্বিজ ঈশান মূল পালাটি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন। এক সময় পালাটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৩২৮ সনের ১৯ আষাঢ় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের হস্তগত হয়। সংকলিত হয় ময়মনসিংহ গীতিকায়। এরপর শত বছরের ব্যবধানে কমলা পালাগান থেকে রূপান্তরিত হয় নাটকে। কমলার মধ্য দিয়ে মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয় সেই প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ সমাজের সামাজিক বৈষম্য, প্রেম-ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব এবং মানবিক সম্পর্কগুলো। তবে এ ক্ষেত্রে নাট্যকার আব্দুল হালিম আজিজ যতটা পারদর্শিতার পরিচয় দেখিয়েছেন নির্দেশক তপন হাফিজ ততটা দক্ষতার পরিচয় দেখাতে পারেননি। নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়, রাজার আমাত্য চাকলাদারের কর্মচারী কারকুন তার মেয়ে কমলাকে ভালোবাসতে চায়। কিন্তু তাতে কমলা কোনোমতেই রাজি হয় না। এক পর্যায়ে কারকুন রাজার কাছে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। রাজা চাকলাদারকে বন্দি করে। এবং চাকলাদারের পরিবর্তে রাজার জমিজমা দেখাশুনার দায়িত্ব পায় কারকুন। এবার কারকুন অসহায় কমলাকে জোর করে বিয়ে করতে চাইলে কমলা পালিয়ে চলে যায় বনে। এভাবে এগিয়ে যায় কাহিনী। অভিনয় করেছেন- বিনতে তোফায়েল , ভাবনা বিশ্বাস , ফাতেমা আক্তার রত্না , রীতা মাহমুদ ,মুরাদ আহমেদ, রবিউল হাসান রুবেল,মিন্টু সরদার তাদের, কাজী প্যারিস প্রমূখ। এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে অবতরণের সময় পরিবর্তনটা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। এ ক্ষেত্রে নির্দেশক আরো সচেতন হলে নাটকটি আরোও হৃদয়গ্রাহী ও শিল্পমানে উত্তীর্ণ হতো নিঃসন্দেহে। তবে নাটকে একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করেছেন মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পক আমিনুর রহমান আজম এবং সুর ও সংগীত পরিকল্পক এনায়েত-এ মওলা জিন্নাহ। এত কিছুর পরও নতুন দল হিসেবে এমন একটি বিষয়কে মঞ্চে উপস্থাপনের সাহসের কারণে ধন্যবাদ পেতে পারে নাট্যতীর্থ। এ প্রসঙ্গে নির্দেশক তপন হাফিজ বলেন, ‘আমাদের হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্যের শেকড় লোকগাথা। আমাদের প্রথম মঞ্চায়নে এমন একটি কঠিন কাজকে সহজ করে নিতে পারায় পরের কাজগুলো আমাদের জন্য সহজ হবে বলে মনে করি’।

রুহুল তাপস, ফজলে রাব্বি রাজীব
প্রশান্ত অধিকারী

৮ম বিশেষ বক্তৃতামালা

বক্তব্য রাখছেন ড. সলিমুল্লাহ খান

২৫ মে বিকাল সাড়ে ৫ টায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ইসফেন্দিয়ার জাহেদ হাসান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্র আয়োজিত বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানের ৮ম বক্তৃতা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব আয়োজনে এক বছরব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় এবারের বক্তৃতা অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল ‘পুঁজির দারিদ্র্যনীতি: বাংলাদেশ কাহিনী’। এই বিষয়ে মূল বক্তব্য রাখেন ড. সলিমুল্লাহ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক এম এম আকাশ। ‘পুঁজির দারিদ্র্যনীতি : বাংলাদেশ কাহিনী’ শীর্ষক বক্তৃতায় ড. সলিমুল্লাহ খান বিভিন্ন তথ্যসূত্র উল্লেখ করে পুঁজি এবং দারিদ্র্য বিষয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যগুলোর মধ্যেকার অসামঞ্জস্যতা তুলে ধরেন। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি স্বার্থ,শিক্ষা, সুশাসন বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মত এবং তার নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন ‘ বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমেছে কথাটি অতিরঞ্জিত। একটি দেশের ভাবমূর্তি কেবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নষ্ট হয় না, অর্থনৈতিক দাঙ্গায়ও নষ্ট হয়। আমরা বর্তমানে অর্থনৈতিক দাঙ্গার মধ্যে অবস্থান করছি।’

ড. সলিমুল্লাহ খান তার মূল বক্তব্যে বলেন, ‘বিশ্বব্যাংক আশ্রিত পিআরএসপি দলিলে, আমরা কেন দরিদ্র তার কোনো কারণ উল্লেখ পাই না। পশ্চিমা নীতি নির্ধারকদের দ্বারা তৈরি দারিদ্রউন্নয়ন সূচক বলা যায় আমাদের দারিদ্র্য কমে নাই বরং বেড়েছে। আমাদের দেশে প্রকৃত কোনো শিল্প গড়ে উঠে নাই, কোনো শিল্পায়ন ঘটে নাই বলেই আমাদের এই হতদরিদ্র অবস্থা। প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে আমাদের চাষিরা যা বলছে তা শুনতে হবে। তাদের মত করেই উন্নয়ন ভাবনা ভাবতে হবে। পশ্চিমা চোখে, দাতাদের বা বিশ্বব্যাংকের নির্ধারিত দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দারিদ্র্য দূরীভূত হবে না।’

মূল বক্তব্যের পর শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক এম এম আকাশ এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ কেন্দ্রের পক্ষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এর আগে ‘বাংলাদেশের অভ্যুদয়: মুজিবনগর সরকার’, ‘বাঙালির পরিবেশ ভাবনা’, ‘জনস্বার্থ মামলা : স্বেচ্ছাচারিতা থেকে জবাবদিহিতা’ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশেষ বক্তৃতামালার আয়োজন করে।